তারিখ ... 2 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ২ ...

সংবাদ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার হ-য-ব-র-ল অবস্থা : এখনই ভাবতে হবে

উছমান গনি

যে বালক ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ায় তার দ্বারা পরিবারের উপকার হোক না হোক বনস্পতির তো হয়েই থাকে। সরকার ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন তথ্যসেবার নামে সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে এর দ্বারা একদিকে যেমন জনগণের উপকার হয়েছে অন্যদিকে উদ্যোক্তাদেরও। একই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ২০১২ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। ২০১৩ সালে ৭ম, ২০১৪ সালে ৮ম, ২০১৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীতে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়। পাশাপাশি ২০১৩-১৪ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি এবং বাধ্যতামূলক করে। বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় এই তিন শাখাতেই বিষয়টি বাধ্যতামূলক। সারাদেশে প্রায় এক কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এটাও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি মহতি উদ্যোগ।

২০১০ পূর্ববর্তী শিক্ষানীতিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে কম্পিউটার শিক্ষা নামে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিষয়টি চালু ছিল। ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীগণ সর্বশেষ এই বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এই বিষয়টিই কিছুটা আপডেট এবং নাম পরিবর্তন হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) করা হয়েছে। বইয়ের নামকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাধমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের অন্যতম লেখক তথ্য প্রযুক্তিবিদ মোস্তফা জব্বার বলেন, 'আমি ঠিক জানি না কেন, এই বিষয়টির নাম 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' করা হয়েছে। তার মতে, বিষয়টির নাম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি না হয়ে কম্পিউটার শিক্ষা হলেই ভালো হতো। এই বিষয়ের পাঠ্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির কথা বলা হলেও মূলত এতে কম্পিউটার বিষয়ের দক্ষতাই শেখানো হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজনও কম্পিউটার বিষয়ের দক্ষতা অর্জন করানো। এতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি অধ্যায় থাকতে পারে এবং সেটি তত্ত্বীয় হলেই যথেষ্ট। কিন্তু পুরো বিষয়টি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি না হলেই ভালো ছিল। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্যানভাসটা কম্পিউটারের চাইতে অনেক বড়।'

যা হোক শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৩ নভেম্বর ২০১১ এর পরে পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে কম্পিউটার তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে বিধি মোতাবেক সৃষ্টপদে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ দিচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ১৩ নভেম্বর ২০১১ এর পরে পাঠ দানের অনুমতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ পর্যন্ত কতজন কম্পিউটার/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং শাখা শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত আছে মন্ত্রণালয় অনেক বার তার তালিকা সংগ্রহ করে। বার বার তালিকা গ্রহণ করার পর প্রজ্ঞাপন জারী করে বিষয়টি মন্ত্রণালয় বুঝতে পারেনি, আবার আর্থিক সংশ্লেষসহ তালিকা চায়। কালক্ষেপণের এই অভিনব কৌশলের শিকার দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত এই শিক্ষকগণ। আমার এ লেখাটি তাদের জন্য যারা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এই শিক্ষকগণ তাদের এমপিওভুক্তির জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হলে পুলিশ তাদের নিরাপদ অবস্থান ধর্মঘটের মতো কর্মসূচিতে মরিচের গুঁড়া মিশ্রিত জলকামান নিক্ষেপ করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ভিশন ২০২১ অর্জনে এই বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য চারটি বিষয় সমান গুরুত্ব পেয়ে আসছে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের সম্পৃক্ততা, সিভিল সার্ভিস এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার। উল্লেখিত চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটিতেও তথ্যপযুক্তির প্রয়োজন আছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকালে অবাক হতে হয় এই জন্য যে তারা আজ মধ্যম আয়ের দেশই নয় উন্নত দেশে পরিণত। ই-লার্নিং, ই-কমার্স, ই-গভর্ন্যান্স, ই-সার্ভিস, আউটসোর্সিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি এগিয়ে। প্রতিবেশী দেশ ভারত তথ্যপযুক্তি ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা এখনও আইসিটি ক্ষেত্রে কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে হাঁটছি।

শিক্ষানীতির আধুনিকায়ন ও তথ্য প্রযুক্তিতে দেশকে এগিয়ে নিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলেও এই বিষয়টি নিয়ে চলছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। পাঠ্যপুস্তক চেপেই বলা হলো বাধ্যতামূলক। যে সব বিদ্যালয়ে পূর্ব থেকেই কম্পিউটার শিক্ষা চালু অবস্থায় ছিল শুধুমাত্র ওই সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় এই বিষয়ের এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মরত আছেন। আর যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা চালু ছিল না বা ১৩/১১/২০১১ সালের পরে এই বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি পেয়েছে ওই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ বিধি মোতাবেক নিয়োগপাপ্ত হয়েও বছরের পর বছর সরকারি বেতন পাচ্ছেন না। উল্লেখ্য যে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয় পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অতিরিক্ত শ্রেণী শাখা/বিভাগের বিপরিতে নিযুক্ত শিক্ষকের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে অতিরিক্ত শ্রেণী শাখা/বিভাগের বিপরীতে নিযুক্ত শিক্ষকের কথা। কিন্তু কম্পিউটার সেখানে একটি বিষয় মাত্র। যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠানে চালু থাকলে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় সব শাখা/বিভাগের শিক্ষার্থীরাই নিতে পারতো। যা হোক বিষয়টি এখন বাধ্যতামূলক হওয়ার পরও শিক্ষক কেন অপসনাল রয়ে গেলেন?

সংশ্লিষ্টদের মতে, শিক্ষক নিয়োগ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বিপাকে পরেছে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, কিছুই শিখছে না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক- শ্রেণীকক্ষে শরীর চর্চার শিক্ষক সাঁতার শেখালেন। বিভিন্ন রকমের সাঁতার- প্রজাপতি সাঁতার, চিৎ সাঁতার এবং বুক সাঁতার ইত্যাদি। শ্রেণীকক্ষে উত্তম পাঠদানের পর শিক্ষক বিদ্যালয় মাঠের পাশে পুকুরে নামলেন এবং নানা রকম কসরত করে সাঁতার দেখালেন। শিক্ষার্থীরাও আনন্দিত মনে শিক্ষা গ্রহণ করল এবং পরীক্ষায় এ প্লাসও পেয়ে গেল। আগত বন্যায় আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে শেখা সাঁতার শিক্ষার্থীর কতটুকু কাজে আসবে? আমাদের আইসিটি শিক্ষার ঠিক একই অবস্থা। শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার শিখছে। হাতে কলমে শেখানোর এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বই-খাতায় শিখে শিক্ষার্থীরা কতটুকু উপকৃত হবে?

সারাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু শিক্ষককে প্রজেক্টেশন প্রোগ্রামের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপন করা হয়েছে সেই সব প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষককে ল্যাব ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বাধ্যতামূলক করার ৬ বছর চলে গেল মন্ত্রণালয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারেনি বরং নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিও আটকে দিয়েছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সব শিক্ষকগণ কম্পিউটার ধরেনি তাদের মাউস ধরা শিখানো হচ্ছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার কী হবে? তা আমাদের ভাবতে হবে। প্রশিক্ষণ থেকে যতটুকু উপকার হচ্ছে তা হলো একজন শিক্ষক বড় জোর শিক্ষক বাতায়ন বা কোন ওয়েব সাইট থেকে একটি ক্লাস ডাউনলোড দিয়ে তা পড়াতে পারা মাত্র কিন্তু আমাদের প্রফেশনাল কনটেন্ট নির্মাতা তৈরি করতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি হলো শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের শেখাতে হবে। আর শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষকগণের জন্য।

বুর্জোয়াদের এবং শিল্প বিপ্লবের সভ্যতা ছিল যান্ত্রিক। যারা যন্ত্রের ওপর নির্ভর করেছে; একসময়ের পৃথিবীকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীনতা উত্তর সময়ে আমরা কৃষিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলাম। ভেঙে পরা অর্থনীতিকে ঠিক করার পাশাপাশি আমরা দুই বেলা দুই মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম। বাংলাদেশে পাট শিল্পের সূচনা হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে এদেশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় বিশ্বের বৃহত্তম পাটশিল্প স্থাপিত হয় এবং পাটজাত পণ্য রফতানি শ্রেষ্ঠ আয়ের খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ শিল্পে কর্মসংস্থান হয় প্রায় দুই লাখ লোকের এবং পাটকে স্বর্ণসূত্র বা সোনালী আশ বলা হয়। ১৯৭১ সালে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এ দেশ স্বাধীন করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই সব পাটকলের এক শ্রেণীর বহিরাগত মালিকগণ দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। এরপর কখনো সরকারি কখনো বেসরকারি মালিকানায় এগুলো পরিচালিত হয়। তার পরপরই চলে আসে তৈরি পোশাকশিল্প। তৈরি পোশাকশিল্প খাতে প্রায় এক কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এর থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আজ আমরা ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে জন্ম সনদ, মৃত্যু সনদ নিবন্ধনের কাজ করতে পারছি। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি আইটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা, স্থানীয় কোন সাইবার ক্যাফেতে বসে দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করতে পারি, যে কোন ফরম পূরণ করতে পারি, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল দিতে পারছি, বিদেশে চাকরির আবেদন, হজের ফরম পূরণ, ই-লার্নিং, রেলওয়ের ই-টিকিটিং সেবা, দেশে ও বিদেশে টাকা আদান-প্রদান করতে পারছি, ই-পুর্জি, ই-পর্চা সেবাসহ আরও অনেক সেবা পাচ্ছি। আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসে আয় করতে পারছি। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গড়ে তোলা হচ্ছে দেশের প্রথম হাইটেক পার্ক, চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় সাইবার সিটি নির্মাণ করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের আরও ১০টি স্থানে গড়ে তোলা হবে হাইটেক পার্ক। আমরা কক্সবাজারে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করেছি। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আরও একটি সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। সরকারের এই সামগ্রিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলে দেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। এর প্রত্যেকটি বিষয় পাঠ্যবইয়ে আপডেট করা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার মান। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তিকে সব ধরনের উন্নয়নের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রযুক্তি নির্ভর সেবার পরিধি বাড়লেও সুষ্ঠু তদারকি ও আমলানির্ভর প্রচারণার ফলে জনগণ রয়েছে এর থেকে অনেক দূরে। একজন মানুষকে তার জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যায় করতে হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। সেখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। প্রাক প্রাথমিক থেকেই এই শিক্ষাকে বাংলা, ইংরেজি, গণিতের মতো বাধ্যতামূলক করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিধি মোতাবেক নিয়োগ পাপ্ত শিক্ষকদের এমপিও দিতে হবে, সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজসমূহে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেত্রীত্বে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পপতিদেরও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমরা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। আর এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ২০২১ সালেও স্লোগানই রয়ে যাবে।

উছমান গনি, সহকারী শিক্ষক (আইসিটি), হাজী সোহরাব আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জাফলং, সিলেট।